ইয়াহুদীদের চক্রান্ত

মদীনার ইয়াহুদীদের মোট তিনটি গোত্র ছিলো। সেগুলোর নাম ছিলো বনু নাযীর, বনু কাইনুকা আর বনু কুরাইযা। তোমাদেরকে তো আগেই বলেছিলাম যে, নবীজী সাল্লা-ল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব ইয়াহুদীদের সাথে শান্তিচুক্তি করে নিয়েছিলেন। এ চুক্তি মেনে নিয়ে ওরা ভালোভাবেই বসবাস করছিলো।

কিন্তু এ শান্তিচুক্তি ইয়াহুদীদের ভালো লাগলো না। কারণ, ইয়াহুদীরা সব জায়গাতেই অন্যের মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে সেখান থেকে নিজেদের ফায়দা গ্রহণ করে অভ্যস্ত। দুই দলের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধিয়ে দু'দলের কাছেই অস্ত্র বিক্রি করে টাকা কামায়। মদীনায় তারা এতোদিন এটা করেই নিজেদের জীবন যাপন করে আসছিলো।

এরিমধ্যে একদিন ইয়াহুদীরা আওস এবং খাযরাজ গোত্রের লোকদেরকে যুদ্ধের জন্য ক্ষিপ্ত করে তুললো। তাদের ষড়যন্ত্রে এই দুই গোত্র যুদ্ধের জন্য এক জায়গায় একত্র হয়ে গেলো। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা জানতে পেরে খুব রাগ করলেন। বললেন, 'এসব কী হচ্ছে, আমার সামনে তোমরা জাহেলী যুগের মতো চিৎকার করছো?'

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা শুনে আওস ও খাযরাজের লোকেরা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে আল্লাহর কাছে তাওবা করলেন।

ইয়াহুদীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ধন-সম্পদের মালিক ছিলো বনু কাইনুকা। তাদের ছিলো স্বর্ণের ব্যবসা। তাদের মহল্লায় স্বর্ণ কেনাবেচার একটি বাজার ছিলো। সে বাজারে কোনো মুসলমান গেলেই ইয়াহুদীরা তাকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা করতে শুরু করতো।

একদিন হলো কী, সেই বাজারে একজন মুসলিম মহিলা এক ইয়াহুদীর দোকানে কোনো দরকারে গেলো। ইয়াহুদী সে মহিলাকে বললো, 'তোমার বোরকার নেকাব খোলো।' কিন্তু মুসলিম মহিলা কি এভাবে নেকাব খুলতে পারেন? তিনি সোজা না করে দিলেন।

বনু কাইনুকার অভিযান

মুসলিম মহিলা নেকাব খুলতে না চাওয়ায় সেই বদমাশ ইয়াহুদী তাকে খুব অপমান করলো। মহিলাটি লজ্জায় কান্না করতে লাগলেন। তার কান্না শুনে এক মুসলিম যুবক এসে সেই ইয়াহুদীকে এক আঘাতেই মেরে ফেললেন। ইয়াহুদীরা সাথে সাথে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই মুসলিম যুবককে শহীদ করে ফেললো।

সংবাদ পেয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে বনু কাইনুকার দূর্গে অভিযান পরিচালনা করলেন। বেশ কয়েকদিন সেখানে আটকে রেখে তাদেরকে মদীনা থেকে বের করে দিলেন। তারা সবাই সিরিয়ায় চলে গেলো।

এ ঘটনার পর মদীনায় বনু নাযীর আর বনু কুরাইযার ইয়াহুদীরা থেকে গেলো। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে সাবধান করে বললেন, ‘তোমরাও যদি বনু কাইনুকার মতো আচরণ করো তাহলে তোমাদের পরিণামও কিন্তু ভালো হবে না। শান্তিমতো থাকতে চাইলে ষড়যন্ত্র বাদ দিয়ে চুক্তি মেনে চলো।’

মদীনায় দুষ্ট ইয়াহুদীদের পাশাপাশি ছিলো একদল মুনাফিক।

এরা উপরে উপরে ঈমান এনেছিলো কিন্তু মনে মনে ছিলো পাকা বেঈমান; এদেরকেই বলা হতো মুনাফিক। এদের সর্দার ছিলো আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এদেরকে নিয়ে খুব চিন্তিত ছিলেন। এরা মুসলমানদের সাথেই চলাফেরা করতো কিন্তু গোপনে গোপনে কাফেরদের সাথে মিলে মুসলমানদেরকে শেষ করে দেওয়ার চক্রান্ত করতো।

আবার যুদ্ধের ডাক...

মুনাফিক আর ইয়াহুদীদের এতোসব চক্রান্তের মধ্যেই একদিন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খবর পেলেন– মক্কার কাফেররা বদর যুদ্ধের প্রতিশোধ নিতে বিরাট এক বাহিনী নিয়ে মদীনার দিকে আসছে। ওদের নেতৃত্বে রয়েছে আবু সুফিয়ান।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাবছিলেন, এবার আর বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করবেন না। সবাইকে নিয়ে মদীনার ভেতরে থেকেই কাফেরদের মোকাবেলা করবেন। কিন্তু তরুণ ও যুবক সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর রাস্তায় প্রাণ বিলিয়ে দেওয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে ছিলেন। তারা মদীনার বাইরে গিয়েই যুদ্ধ করতে চাইলেন। তারা বললেন, 'ইয়া রাসূলল্লাহ, আমরা মদীনার ভেতরে বসে থাকলে ওরা আমাদের ভীতু মনে করবে।'

তখন চলছিলো হিজরী তৃতীয় সালের শাওয়াল মাস। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের পরামর্শ মতো এক হাজার সৈন্যের একটি কাফেলা নিয়ে রওয়ানা হলেন।

মুনাফিকরা ভয়ে পিছু হটলো

যুদ্ধে রওয়ানা হওয়ার সময় মুনাফিকরাও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলো। কিন্তু উহুদের কাছাকাছি এক জায়গায় যাওয়ার পর মুশরিক বাহিনীকে দেখে মুনাফিকরা ভয় পেয়ে গেলো। তাদের নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই তিনশ' মুনাফিককে নিয়ে মদীনায় ফিরে গেলো।

মুনাফিকরা চলে যাওয়ায় পর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে থেকে গেলেন সাতশ' মর্দে মুজাহিদ সাহাবী। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সাহাবীদের সাথে নিয়ে উহুদ প্রান্তরের দিকে এগিয়ে গেলেন।

উহুদ হলো মদীনা থেকে উত্তর দিকের একটি পাহাড়ের নাম। মুশরিক বাহিনী সেখানেই এসে ছাউনি ফেলেছিলো। তাদের সৈন্য ছিলো তিন হাজার। তাদের বাহিনী-তে অনেক মহিলাও ছিলো। তারা যুদ্ধসঙ্গীত বাজিয়ে বাজিয়ে সৈনিকদের উৎসাহ দিচ্ছিলো।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিম বাহিনীকে দু'ভাগ করলেন। এক ভাগকে উহুদ পাহাড়ের প্রান্তে যুদ্ধের জন্য রাখলেন। অন্য ভাগকে জাবালে রমাত নামের ছোট একটা পাহাড়ের কাছে পাহারায় থাকতে বললেন।

জাবালে রমাতের কাছে ছিলো একটা গিরিপথ। শত্রুরা যেনো সেই গিরিপথ দিয়ে হঠাৎ করে আক্রমণ করতে না পারে সেজন্যই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে সেখানে থাকতে বলেছিলেন। এরা সবাই ছিলেন তীরন্দাজ। নবীজী সাল্লা-ল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বলে দিয়েছিলেন, 'আমরা জয়ী হই বা পরাজিত তোমরা কিছুতেই এ জায়গা ছেড়ে যাবে না।'

উহুদ যুদ্ধ

উহুদ প্রান্তরে যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে আবু সুফিয়ান মদীনার আনসারদের কাছে খবর পাঠালো– 'দেখো, মুহাম্মাদ ও তার সাথে মক্কা থেকে যারা এসেছে তাদের সাথেই আমাদের সাথে আসল শত্রুতা। তোমরা যদি মাঝখান থেকে সরে দাঁড়াও তাহলে আমরা মদীনা আক্রমণ করবো না, তোমাদেরকেও কিছু বলবো না।'

আবু সুফিয়ান বললেই কি আর আনসাররা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ছেড়ে চলে যেতে পারেন? কাফেররা তো সব সময়ই চাইবে যে, মুসলমানদের মধ্যে প্রথমে বিভেদ তৈরি করবে তারপর তাদেরকে ধ্বংস করবে। কিন্তু মুসলমানরা তো আর মুশরিকদের এই ফাঁদে পা দিতে পারে না। আনসাররা আবু সুফিয়ানের এ কথা শুনে খুব রাগান্বিত হলেন। তারা আবু সুফিয়ানের দূতকে অপমান করে তাড়িয়ে দিলেন।